যুগান্তর

তারিখ ... 3 JUN 2010
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে স্থায়ী শিক্ষা কমিশন ও মনিটরিং কমিটি গঠিত হচ্ছে : শিক্ষামন্ত্রী

আগের মতোই এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা হবে

যুগান্তর রিপোর্ট

নতুন শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে শিগগিরই 'স্থায়ী শিক্ষা কমিশন' গঠিত হচ্ছে। এছাড়া শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে সরকারের কাছে আলাদা অর্থও চাওয়া হবে। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এ আভাস দিয়ে বলেছেন, 'নতুন শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে এখন মনিটরিং ও সহায়ক কমিটি' গঠন করা হবে। বুধবার তার দফতরে আলাপকালে শিক্ষামন্ত্রী সাংবাদিকদের আরও বলেন, রাতারাতি শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। তাই বিভিন্ন ধাপে পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা হবে। অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক এবং দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত মাধ্যমিক স্তর করা হলেও দশম শ্রেণী শেষে এসএসসি ও দ্বাদশ শ্রেণী থেকে এইচএসসি পরীক্ষা হবে। কেননা আন্তর্জাতিক স্ট্যান্ডার্ড এটাই। তবে অষ্টম শ্রেণীতে প্রাথমিক স্তর উন্নীত না হওয়া পর্যন্ত (অষ্টম শ্রেণীর) সমাপনী পরীক্ষাকে জেএসসি (জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট) এবং পঞ্চম শ্রেণীতে সমাপনী পরীক্ষার নাম প্রাথমিক স্কুল সার্টিফিকেট (পিএসসি) থাকবে বলে জানান মন্ত্রী। তিনি বলেন, শিক্ষার স্তর পরিবর্তনের পর কি নামকরণ হবে, তা পরবর্তী সময়ে জানানো হবে। তবে এ মুহূর্তে অভিভাবকদের এ নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়ার প্রয়োজন নেই। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, সামগ্রিক ব্যাপারে শিক্ষানীতি ভালো হয়েছে। এখন এটা বাস্তবায়নের পরিকল্পনা করতে হবে, এ লক্ষ্যে প্রথমেই একটি শক্তিশালী মনিটরিং ও সহায়ক কমিটি গঠন করা হবে। এছাড়া অর্থায়নের দিকটিও সামনে রাখা হবে। বাজেটের বাইরে আরও কিছু অর্থ প্রয়োজন হবে। যদিও প্রয়োজন অনুযায়ী পাওয়া যাবে না, কিন্তু যা-ই পাওয়া যাবে, তা কৃপণের মতো খরচ করে সমন্বয় করতে হবে। এছাড়া আরও 'রিসোর্স মোবিলাইজ' (অর্থসংস্থান) করতে হবে। বুধবার বিশ্বব্যাংকের একটি প্রতিনিধিদল এসেছিল। অন্য কাজে এলেও এই সুযোগে শিক্ষানীতির অর্থের প্রয়োজনের কথা বলা হয়েছে। তারা এ ব্যাপারে আগ্রহী। এছাড়া শিক্ষানীতির ব্যাপারে বিশ্বব্যাংক অভিনন্দনও জানিয়েছে। বিশেষ করে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক স্তর করা ও কারিগরি স্তরকে গুরুত্ব দেয়ার বিষয়টি তারা স্বাগত জানিয়েছে। শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপের (পিপিপি) বিষয়টি সামনে রাখার কথাও জানান শিক্ষামন্ত্রী। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, নতুন শিক্ষানীতি দেশের বিশিষ্ট নাগরিকরাও স্বাগত জানিয়েছেন। প্রধান বিরোধী দল থেকে যারা এ বিষয়ে কথা বলার উপযুক্ত, তারা ইতিমধ্যে সাধুবাদ জানিয়েছেন। এ সময় তিনি ব্যারিস্টার জমিরউদ্দিন সরকার, ড. ওসমান ফারুক, অধ্যাপক ড. মনিরুজ্জামান মিঞা, অধ্যাপক এমাজউদ্দিন আহমেদ প্রমুখের নাম উল্লেখ করে বলেন, তারা শিক্ষানীতিকে ভালো বলার পাশাপাশি এটা বাস্তবায়ন চ্যালেঞ্জিং হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। আমরাও তা মনে করি।